এক একটি শব্দ। প্রায় মন্ত্রের মতই কেবল যে তার সহিতই জড়িত, তাই নয়। তার মধ্যে একাধিক অর্থ, বিচিত্র রস, আশ্চর্য দ্যোতনা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শব্দের মোচড়ে এক অর্থ থেকে অন্য বাংলা অর্থে গিয়ে হাস্যরস পরিবেশনার দক্ষতার কারণে শিবরাম চক্রবর্তী স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

একক: ৫.০৩ : সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪—১৯৭৪)

'সত্যপীর' ছদ্ম নামের আড়ালে থেকে সৈয়দ মুজতবা আলী 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় লেখা শুরু করেন। পরে পরে তিনি 'বসুমতী', 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড', 'কালান্তর' প্রভৃতি পত্রিকায় টেকচাঁদ রায় ছদ্মনামে লিখতে থাকেন।১৯৪৮ থেকে তাঁর নিজ নামে 'দেশে বিদেশে' ভ্রমণ বৃত্তান্তটি প্রকাশিত হতে থাকে, 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায়। আর তখন থেকে তাঁর গদ্যরীতির বৈঠকি মেজাজের সঙ্গে পাঠকেরা পরিচিত হন এবং তাঁর লেখা পড়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন।

বহু ভাষাবিদ্ সৈয়দ মুজতবা আলী ছোটো বেলা থেকেই রবীন্দ্রসান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং বহু দেশ ভ্রমণ করে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি কানায় কানায় পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর এই অসাম্প্রদায়িক সংস্কারমুক্ত মানসিকতার; এই ঝক্‌ঝকে স্বচ্ছ মনের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্যের প্রতিটি লেখায়। সুকুমার সেন সংক্ষেপে তাঁর কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন- "সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪ - ১৯৭৪) গদ্যশিল্পে নিজস্বতা দেখাইয়াছেন - ভ্রমণ কাহিনীতে, আলাপ-আলোচনায় ও হালকা কাহিনীতে। ইঁহার রচনাভঙ্গি ইহার কথ্যভঙ্গির যথাযথ অনুগত ছিল। মুজতবা আলী অনেক ভাষা জানিতেন। সে জ্ঞান তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হইয়াছে।" ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', চতুর্থ খণ্ড, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭৬, পৃ. ৪০১)

রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে থেকে মুজতবা আলী আশ্চর্যজনকভাবে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজশেখর বসু, সুকুমার রায়, ফ্রান্স-এর আনাতোল ফ্রাঁস। এঁদের প্রাঞ্জল গদ্যরীতি মুজতবাকে গদ্যরচনায় সম্ভবত অনুপ্রাণিত করেছিল।

সর্বসাকুল্যে সৈয়দ মুজতবা আলী পনেরোটি ভাষা জানতেন। শব্দতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের উপর তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি জুতসই শব্দ ব্যবহারের উপর জোর দিতেন- সেই শব্দটি দেশি, আঞ্চলিক, মেয়েলি, আরবি, ফারসি, বিদেশি যা হোক না কেন সে দিকে তাঁর কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে তিনি তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দ ব্যবহার করতেন অনায়াস ভঙ্গিতে।

শব্দ ব্যবহারের ছুঁতমার্গ থেকে মুক্ত হয়ে সৈয়দ মুজতবা আলীর গদ্য ফুটিয়ে তুলেছে মার্জিত রুচির হাস্যরস। তাঁর সরসভঙ্গি দীপ্ত মণীষা আর উন্নত হৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে প্রতিটি গদ্যরচনায়।

বহু দেশ ঘুরে নানারকম অভিজ্ঞতা অর্জন করে তিনি বাংলা সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। বাংলা ভাষা সংস্কারে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কথা বলার স্টাইল আর লেখার স্টাইলকে তিনি এক করে সাহিত্যের পাতায় মজলিশি পরিবেশ তৈরি করেছেন, সাহিত্যের আড্ডায় পরিণত করেছেন তাঁর সাহিত্যকে। কথ্যরীতি ও লেখ্যরীতির দূরত্ব ঘুচে যাওয়ায় অনেকে তাঁর গদ্যে গুরুচণ্ডালি দোষ খুঁজে পেয়েছেন।

কিন্তু একটু অনুধাবন করলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন -যাকে গুরুচণ্ডালি দোষ মনে হচ্ছে তা আসলে মুজতবা আলীর সচেতন সৃষ্টি। তিনি গুরুচণ্ডালি দোষ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

"গুরুচণ্ডালী নিয়ে আলোচনা একাধিক স্থলে দেখেছি।.... চলিত ভাষা চালু হওয়ার পর, পরলোক গমনের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও লেখেন গুরুচণ্ডালী এখন আর অপরাধ নয় ('বাংলা অলঙ্কারের পিনাল - কোড থেকে গুরুচণ্ডালী সরিয়ে দেয়া হল' - ধরনের অভিব্যক্তি)। অধীন দ্বিজেন্দ্রনাথের 'আদেশ বাল্যাবস্থা থেকেই মেনে নিয়েছে, যদ্যপি সে সদাই 'লড়াই শুরু হল' এবং 'যুদ্ধ আরম্ভ হল' তথা 'মোকদ্দমা শুরু হল' এবং 'তর্কাতর্কি আরম্ভ হল' এ দুয়ের পার্থক্য মেনে চলেছে।"

আশৈশব থেকেই মুজতবা আলী সাধুরীতি ও চলিতরীতির চাল জানতেন কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে সতর্ক হয়ে এই দুই রীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এভাবেই তিনি কথ্যরীতি আর লেখ্যরীতির গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর হাস্যরসের মধ্যে বিদগ্ধ হৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর লেখার সরসতায় মন ভরে যায় আনন্দে এবং অভিনব জ্ঞান লাভের তৃপ্তিতে। কত তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যেও যে কত অসাধারণ বিষয় লুকিয়ে আছে তা তাঁর বৈঠকি ভাষায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ব্যক্তি জীবনে সৈয়দ মুজতবা আলী প্রচুর কথা বলতেন, কিন্তু তাঁর গদ্য ছিল স্বল্প-বাক্। অল্প কথায় অনেক কথা বলার ক্ষমতা তাঁর গদ্যে আছে। অল্প কথার মোচড়ে তিনি সরসতা পরিবেশন করতেন। তাঁর গদ্যে চমক ও শ্লেষের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে মণিমুক্তো সংগ্রহ করে অসাধারণ স্মৃতিশক্তির সাহায্যে সাহিত্যে ছড়িয়ে দিতেন সৈয়দ মুজতবা আলী। তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডার বিদগ্ধ পৃথিবীর এক বিচিত্র রসরূপ নিয়ে পাঠকের দরবারে হাজির হয়। সৈয়দ মুজতবা আলীর গদ্যরীতির দুটি নমুনা আমরা নিচ্ছি- (১) "বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মত অনেকগুলো চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত এক গাদা নূতন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।"

ভেবেচিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে, এবং সর্বশেষে সে কেনে খ্যাপার মত. এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে। এই একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা, যার দরুণ সকালবেলা চোখের সামনে সারে সারে গোলাপী হাতী দেখতে হয় না লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।" ('বই কেনা', 'পঞ্চতন্ত্র')

(২) 'হাস্যরস মানুষে মানুষে যোগসূত্র স্থাপন করে।' আমি সম্পূর্ণ একমত নই। হাসির চেয়ে কান্না, আনন্দের চেয়ে বেদনাই আমাদের একে অন্যকে কাছে টানে বেশী। এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে। কিন্তু এ স্থলে একটা সামান্য উদাহরণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে। বৈঠকখানায় বসে শুনতে পেলুম, বাড়ির বউ-ঝিরা রান্নাঘরে কাজ করতে করতে এক সঙ্গে হেসে উঠল। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসির হিস্যাদার হতে কিংবা কারণ অনুসন্ধান করতে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির ভিতরে ছুটে যাইনে। কিন্তু সবাই যদি একসঙ্গে ডুকরে কেঁদে ওঠে তবে অবশ্যই যাই" ('টুনি মেম', 'রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড)

আলোচ্য দুটি গদ্যাংশ সৈয়দ মুজতবা আলীর গদ্যরীতির উজ্জ্বল নিদর্শন। শব্দ ব্যবহারে দেশি, বিদেশি, তৎসম, তদ্ভব আঞ্চলিক প্রভৃতি জুতসই শব্দ প্রয়োগ করেছেন, সরসভঙ্গিতে বক্তব্যকে আনন্দ ও জ্ঞান—উভয়ের ধারক ও বাহক করে তুলেছেন। স্পষ্টতা, সরলতা ও প্রাণোজ্জ্বলতা যে তাঁর গদ্যরীতির বিশিষ্ট রূপ তা নমুনা দুটি থেকে বোঝা যায়।

পরিশেষে বলা যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রম্যরচনার যে ধারা বইছিল সৈয়দ মুজতবা আলী তাকে রূপ দান করে সর্বাংশে সার্থক করে তুলেছিলেন। তাঁর সংস্কারমুক্ত মানসিকতা, বিপুল অভিজ্ঞতা, বহু ভাষায় জ্ঞান এবং গদ্যরীতির সরসতা — সবই রম্যরচনার উপযুক্ত - তাই তাঁর হাতেই রম্যরচনার দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে যায়। 'কথা রসিক' মুজতবার গদ্যরীতির পরিচয় দিতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশীর বক্তব্য স্মরণ করে আলোচনা শেষ করছি- "তাঁর রচনার স্টাইলকে অনায়াসে বৈঠকী চাল বলা যেতে পারে। ..... তাঁর ভাষায় দেশী-বিদেশী, বিশেষ উর্দু ফারসির অনায়াস ও অঙ্গাঙ্গী মিশ্রণ, কোথাও এতটুকু ফাটল নেই। কাজী নজরুল ইসলাম যা বলেছিলেন পদ্যে, সৈয়দ মুজতবা আলী তাই করেছেন গদ্যে। বৈঠকী রীতির এই বিচার স্টাইল বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রধান দান।" ('ভূমিকা', 'সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী', মিত্র ও ঘোষ)।